আমাদেরসময়

তারিখ 13 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সরকারি স্কুলের পাঠদান-পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন

অভিভাবকদের পছন্দ বেসরকারি স্কুল

এম এইচ রবিন ●

২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে এরই মধ্যে ভর্তিযুদ্ধে নেমে পড়েছেন অভিভাবকরা। ডিসেম্বরজুড়েই এ যুদ্ধ চলবে। সব অভিভাবকই চান তার ছেলে বা মেয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও পরিবেশ লাভ করুক। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম পছন্দ বেসরকারি স্কুলগুলো। কারণ হিসেবে তারা জানান, সরকারি স্কুলে লেখাপড়ার মান ভালো না। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অতটা যত্নশীল নন, যতটা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকরা হয়ে থাকেন।

অবশ্য এমন বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টরা। তাদের বক্তব্য, নামিদামি স্কুলে সন্তান লেখাপড়া করলে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে– এমন ধারণা থেকেই অভিভাবকরা সরকারি স্কুলবিমুখ।

এদিকে চাইলেও বেশিরভাগ অভিভাবক সন্তানদের পছন্দের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন না। কারণ আসন সীমিত, প্রার্থী কয়েকগুণ বেশি। অন্যদিকে স্বনামধন্য এসব স্কুলের শিক্ষাব্যয় অত্যন্ত বেশি। ফলে অনেককেই বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হয় প্রিয় সন্তানকে। এ ধারাকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত হিসেবে দেখছেন শিক্ষাবিদরা। তাদের মতে, এর ফলে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের পথ প্রসারিত হচ্ছে। লেখাপড়ায় বাড়ছে ধনী-গরিব বৈষম্য। অধিকতর শিক্ষাব্যয় বহনে পিছিয়ে পড়ছেন মধ্যবিত্ত অভিভাবকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক

লেখাপড়ায় ধনী-গরিব বৈষম্য বৃদ্ধির আশঙ্কা শিক্ষাবিদদের

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

অভিভাবকদের পছন্দ বেসরকারি স্কুল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ড. মো. আবুল এহসান বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকবে, তবে সেটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত ব্যয়ে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বাণিজ্যিকীকরণ বেড়ে যাচ্ছে। এতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব বৈষম্য দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনকারী অভিভাবক মো. খায়রুল আনাম আমাদের সময়কে বলেন, আমার ছেলের জন্য মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল থেকেও ফরম নিয়েছি। কোনো কারণে ওখানে ভর্তির সুযোগ না হলে সরকারি স্কুলে ভর্তি করব। আরেক অভিভাবক মো. আব্দুর রউফ জানান, সরকারি স্কুলে ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। শিক্ষক থাকেন না। বাচ্চাদের জন্য নেই কড়া শাসন। সরকারি বলে ছাত্রছাত্রীদের ফল নিয়ে চিন্তা করেন না শিক্ষকরা। তাই বাধ্য হয়েই বেসরকারি ভালো স্কুলে দৌড়াতে হয়।

রাজধানীর সরকারি ভালো স্কুলগুলোর অন্যতম মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে ছেলেকে ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন এক সরকারি চাকরিজীবী। তিনিও মতিঝিল আইডিয়াল থেকে ফরম নিয়ে রেখেছেন বলে জানান। সরকারি স্কুলবিমুখতা প্রসঙ্গে মতিঝিল বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক জানান, নামিদামি বেসরকারি স্কুলে সন্তান পড়ালেখা করলে অভিভাবকরা গর্বিত বোধ করেন। ফল ভালো হলেও সরকারি স্কুলে আসতে চান না। তিনি বলেন, যখন কেউ বেসরকারি স্কুলে সুযোগ না পায়, তখন সরকারি স্কুলে আসে। এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক মো. ইলিয়াছ হোসেন আমাদের সময়কে বলেন, সব সরকারি স্কুলে লেখাপড়া খারাপ হয়– এমন ঢালাও অভিযোগ সঠিক নয়। অনেক সরকারি স্কুল, বিশেষ করে জেলা সদর এবং রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে ভর্তিতে অনেক প্রতিযোগিতা হয়। শিক্ষক সংকটের অভিযোগ কিছুটা সত্য। কারণ দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ আছে।

ফার্মগেটের একটি কোচিং সেন্টারে সন্তানকে নিয়ে আসা অভিভাবক ফাতেমা বেগম জানান, তার সন্তানের জন্য ভিকারুননিসা নূন, হলি ক্রস এবং মতিঝিল আইডিয়ালের ফরম নিয়েছেন। লটারিতে সুযোগ না পেলে বিকল্প হিসেবে সরকারি স্কুলে ভর্তি করাবেন। তার অভিযোগ, সরকারি স্কুলে মানসম্মত পাঠদান হয় না। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি স্কুলগুলো অনেক এগিয়ে।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর আমাদের সময়কে বলেন, সব সরকারি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া খারাপ হয়– এমন অভিযোগ সঠিক নয়। বিগত কয়েকটি প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেসরকারি স্কুলের চেয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফল অনেক ভালো হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, ঢাকা মহানগরীতে ৩টি ফিডার শাখাসহ ৩৮টি সরকারি এবং ৪৫৬টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে মাত্র ১ হাজার ৬৮০টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অন্যান্য শ্রেণিতে ১০ হাজার ২৩৭টি আসন রয়েছে। তবে একটি সূত্রমতে, প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিযোগ্য শিশু রয়েছে লক্ষাধিক।

জানা গেছে, রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আ. রউফ পাবলিক কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অগ্রণী স্কুল ও কলেজ, সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গ্রিনফিল্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন কলেজ, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলসহ ৪০টি স্কুলে সন্তান ভর্তি করতে অভিভাবকরা রীতিমতো যুদ্ধে নেমে পড়েছেন।